# বচন **F.M.-10** (MCQ-2 , BRD-8 )

- বচনের শ্রেণী বিভাগ –
  - গঠন অনুসারে দুই প্রকার -
    ১) সরল বচন – "রাম হয় অলস"
    ২) যৌগিক বচন – "রাম ও হরি হয় অলস"
  - নিশ্চয়তা অনুসারে দুই প্রকার –
    ১) আবশ্যিক বচন – "দুই এবং দুই-এর যোগফল হয় চার"
    ২) আপতিক বচন – "যদি মেঘ করে তাহলে বৃষ্টি হবে"
  - তাৎপর্য অনুসারে তিন প্রকার –
    ১) সম্ভাব্য বচন – "মধু হয়তো বিনয়ী"
    ২) বিশ্লেষক বচন – "সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব"
    ৩) সংশ্লেষক বচন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব"
  - উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ অনুসারে দুই প্রকার –
    ১) নিরপেক্ষ বচন – " সকল গরু হয় তৃণভোজী"
    ২) অনিরপেক্ষ বচন বা সাপেক্ষ বচন – "যদি মেঘ করে তাহলে বৃষ্টি হবে"
  - গুন অনুসারে দুই প্রকার –
    ১) সদর্থক বচন – "রাম হয় সৎ"
    ২) নঞর্থক বচন – "কোন মানুষ নয় অমর"
  - পরিমান অনুসারে দুই প্রকার –
    ১) সামান্য বা সার্বিক বচন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল"
    ২) বিশেষ বচন – "কোন কোন ছাত্র হয় বুদ্ধিমান"

- বচন বলতে কি বোঝ ?

যে মানষিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা দুটি সামান্য ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে , তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি তাকে বলে অবধারণ আর ভাষায় প্রকাশিত অবধারণকে বলা হয় বচন ।

সহজ ভাষায় দুটি পদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতিই হল বচন । অন্যভাবে বলা যায় বচন হল এক ধরণের ঘোষক বাক্য , যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে । যেমন – সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

- বাক্য ও বচনের পার্থক্য কি কি ?

যুক্তিবিজ্ঞানে আমরা যাকে বচন বলি সাধারণত ব্যাকরণে তাকেই বলা হয় বাক্য । কিন্তু উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু মিল বা সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য আছে । যথাঃ-

১) বাক্যের ক্ষেত্রে সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন আসে না কিন্তু বচনের ক্ষেত্রে সবসময় সত্য বা মিথ্যা- নির্নয়ের প্রশ্ন আসে ।

২) গঠনগত দিক থেকে বাক্য ও বচন এক নয় । বাক্যের মাত্র দুটি অংশ থাকে । যথা – ১) উদ্দেশ্য , ২) বিধেয় । কিন্তু বচনের থাকে চারটি অংশ । যথা – ১) মানক বা পরিমানক , ২) উদ্দেশ্য , ৩) গুন বা সংযোজক , ৪) বিধেয় ।

৩) বাক্যের ক্ষেত্রে গুন ও পরিমান সবসময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না । কিন্তু বচনের গুন ও পরিমানকে সবসময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয় ।

৪) একটি বাক্য অতীত , বর্তমান ও ভবিষৎ যে কোন কালের হতে পারে । কিন্তু বচন সবসময় বর্তমান কালের হয় । অর্থাৎ বচনে যে সংযোজকটি ব্যবহৃত হয় তা সর্বদা 'হওয়া' ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ হয় ।

- উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ অনুসারে বচন কয় প্রকার ও কি কি ?

বচন দুই প্রকার , যথা – ১) নিরপেক্ষ বচন ( CATEGORICAL PROPOSITION ) "সকল ঘোড়া হয় চতুষ্পদি" ।
২) অনিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ বচন ( SINGULAR PROPOSITION ) "যদি মেঘ করে তাহলে বৃষ্টি হবে" ।

- নিরপেক্ষ বচন কাকে বলে ?

যে বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ অন্য কোনও শর্তের অপর নির্ভরশীল নয় তাকে বলে নিরপেক্ষ বচন । যেমন – "সকল মানুষ হয় মরনশীল" । এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং বিধেয় 'মরণশীল' – উভয়ের সম্বন্ধ অন্য কোন শর্তের অপর নির্ভরশীল নয় । এইজন্য উক্ত বচনটি নিরপেক্ষ ।

- সাপেক্ষ বচন কাকে বলে ?

যে বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ অন্য কোনও শর্তের অপর নির্ভরশীল তাকে বলে অনিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ বচন । যেমন – "যদি মেঘ করে তাহলে বৃষ্টি হবে" । এখানে উদ্দেশ্য 'মেঘ করা' এবং বিধেয় 'বৃষ্টি হওয়া' – উভয়ের সম্বন্ধ পূর্ব কোন শর্তের অপর নির্ভরশীল । এইজন্য উক্ত বচনটি অনিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ ।

- নিরপেক্ষ বচনের কয়টি অংশ ও কি কি ?

একটি নিরপেক্ষ বচনের মোট চারটি অংশ লক্ষ্য করা যায় , যথা – ১) পরিমানক , ২) উদ্দেশ্য , ৩)সংযোজক বা গুন , ৪) বিধেয় ।

১) পরিমানক :- সকল , কোন , কোন কোন প্রভৃতি হল বচনের পরিমান নির্দেশক শব্দ ।

২) উদ্দেশ্য পদ :- যে পদ সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় , তাকে বলে উদ্দেশ্য পদ ।

৩) সংযোজক :- উদ্দেশ্য ও বিধেয় – এই দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী চিহ্নটির নাম হল সংযোজক । যেমন – হয় ,হও , হন ,নয় ,নও , নন ইত্যাদি ।

৩) বিধেয় পদ :- উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার অস্বীকার করা হয় তাকে বলে বিধেয় পদ ।

- গুন অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ কর ?

গুন অনুসারে বচনকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । যথা - ১) সদর্থক বচন ( AFFIRMATIVE PROPOSITION )
2) নঞর্থক বচন ( NEGATIVE PROPOSITION )

১) সদর্থক বচন :- যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও কিছু স্বীকার করে তাকে বলা হয় সদর্থক বচন । যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল" / "কোন কোন ছাত্র হয় সৎ" । এখানে প্রথম উদাহরণটিতে "মরণশীলতা" গুনটি সকল মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'সততা' গুনটি কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে ।

২) নঞর্থক বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও কিছু অস্বীকার করে তাকে বলা হয় নঞর্থক বচন । যেমন – "কোন মানুষ নয় অমর" / "কোন কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান" । এখানে প্রথম উদাহরণটিতে "অমরতা" গুনটি সকল মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'বুদ্ধিমানতা' গুনটি কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে ।

- **পরিমান অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ কর ?**

পরিমান অনুসারে বচনকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । যথা – ১) সার্বিক বা সামান্য বচন ( UNIVERSAL PROPOSITION )
২) বিশেষ বচন ( PARTICULAR PROPOSITION )

১) সার্বিক বা সামান্য বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের সমগ্র সম্পর্কে কোনও কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বলা হয় সার্বিক বা সামান্য বচন । যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল" / "কোন মানুষ নয় অমর" । এখানে প্রথম উদাহরণটিতে "মরণশীলতা" গুনটি সমগ্র মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'অমরতা' গুনটি সমগ্র মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে ।

২) বিশেষ বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের আংশিক অংশ সম্পর্কে কোনও কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বলা হয় বিশেষ বচন বচন । যেমন – "কোন কোন ছাত্র হয় সৎ" / "কোন কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান" । এখানে প্রথম উদাহরণটিতে 'সততা' গুনটি আংশিক মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'বুদ্ধিমানতা' গুনটি আংশিক মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে ।

- **গুন ও পরিমান অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ কর ?**

গুন ও পরিমান অনুসারে বচনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা – ১) সামান্য সদর্থক বচন ( UNIVERSAL AFFIRMATIVE )
২) সামান্য নঞর্থক বচন ( UNIVERSAL NEGATIVE )
৩) বিশেষ সদর্থক বচন ( PARTICULAR AFFIRMATIVE )
৪) বিশেষ নঞর্থক বচন ( PARTICULAR NEGATIVE )

১) সামান্য সদর্থক বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের সমগ্র সম্পর্কে কোনও কিছু স্বীকার করে তাকে বলা হয় সামান্য সদর্থক বচন । যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল" ।

২) সামান্য নঞর্থক বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের সমগ্র সম্পর্কে কোনও কিছু অস্বীকার করে তাকে বলা হয় সামান্য নঞর্থক বচন । যেমন – "কোন মানুষ নয় অমর" ।

৩) বিশেষ সদর্থক বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের আংশিক অংশ সম্পর্কে কোনও কিছু স্বীকার করে তাকে বলা হয় বিশেষ সদর্থক বচন । যেমন – "কোন কোন ছাত্র হয় সৎ" ।

৪) বিশেষ নঞর্থক বচন **:-** যে বচনের বিধেয়টি , উদ্দেশ্যের আংশিক অংশ সম্পর্কে কোনও কিছু অস্বীকার করে তাকে বলা হয় বিশেষ নঞর্থক বচন । যেমন – "কোন কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান" ।

- **নিরপেক্ষ বচনের চর্তুবর্গ বলতে কি বোঝ ?**

আমরা জানি যে গুন ও পরিমানের সংযুক্তের ভিত্তিতে মোট চার প্রকার নিরপেক্ষ বচন পাওয়া যায় । যথা - ১) সামান্য সদর্থক বচন ( A )
২) সামান্য নঞর্থক বচন ( E )
৩) বিশেষ সদর্থক বচন ( I )
৪) বিশেষ নঞর্থক বচন ( O )

উক্ত এই চার প্রকারের আদর্শ নিরপেক্ষ বচনকে একত্রে বলা হয় নিরপেক্ষ বচনের চর্তুবর্গ । আলোচনার সুবিধার জন্য যুক্তিবিদ অ্যারিস্টটল এই চার প্রকার আদর্শ নিরপেক্ষ বচনকে ইংরেজী চারটি VOWEL বর্ণের দ্বারা তথা A , E , I , O –এর দ্বারা প্রকাশ করেছেন ।

## - বাক্যকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত বচনে রূপান্তরিত করার সাধারণ নিয়মাবলী :-

- ১) বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করবার সময় বাক্যটির মূল অর্থের কোন পরিবর্তন করা যাবে না । অর্থাৎ মূল অর্থটিকে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে ।
- ২) প্রতিটি বচনের মানক বা পরিমানক , উদ্দেশ্য , গুন বা সংযোজক ও বিধেয় – কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে । যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল"
- ৩) বাক্য যে কোন কালের হোক না কেন , বচনে সংযোজকটি সবসময় 'হওয়া'-ক্রিয়ার(To be verb ) বর্তমান কালের রূপ হবে । যেমন – 'হয়' , 'হন' , 'হও' , 'নয়' , 'নন' , 'নও' ইত্যাদি ।

- ৪) অনেকসময় বাক্যে উদ্দেশ্যের পরিমান নির্দেশ বা উল্লেখ থাকে না , সেক্ষেত্রে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজস্ব বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে বাক্যের পরিমানকে উল্লেখ করতে হবে। যেমন – "মানুষ স্বার্থপর"

  ∴ L.F. – I কোন কোন মানুষ হয় স্বার্থপর

- ৫) কবিতার ক্ষেত্রে অনেকসময় বিধেয়পদটি উদ্দেশ্যপদের আগে ব্যবহৃত হয় আবার অনেকসময় বক্তা সংক্ষেপে তার মনের ভাব প্রকাশ করে , যার ফলে উদ্দেশ্য উহ্য থেকে যায় – এই সব ক্ষেত্রে বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করার সময় উদ্দেশ্য , সংযোজক ও বিধেয়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

  যেমন – "সাত সমুদ্রতেরো নদী হবো আমি পার" ∴ L.F. A আমি হই এমন ব্যাক্তি যে সাতসমুদ্রতেরো নদী পার হবো।

- ৬) বাক্যের নেতিবাচক বা নঞর্থক চিহ্নটিকে সবসময়ই সংযোজকের সাথে যুক্ত করতে হবে , বিধেয়ের সাথে নয়।

  যেমন – "ত্রিভূজ বৃত্ত নয়" ∴ L.F. E কোন ত্রিভূজ নয় বৃত্ত।

- ৭) 'সব' , 'সকল' , 'সমস্ত' , 'সবসময়' , 'সর্বদা' ,'সর্বত্র' , 'প্রত্যেক' , 'প্রতিটি' , 'যে-কেহ' , 'যে-কোন' , 'যে-সে' , 'নিশ্চয়' , 'অবশ্যই' , 'নিয়ত' , 'নিশ্চিতভাবে' , 'সম্পূর্নভাবে' , 'অনিবার্যভাবে' , 'মাত্র' --- প্রভৃতি শব্দ যদি কোনো সদর্থক বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে ( কোন নঞর্থক চিহ্ন না থাকে ) তাহলে সেই বাক্যগুলিকে সামান্য সদর্থক তথা 'A' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "প্রত্যেক ভারতীয় চিন্তাশীল" ∴ L.F. A সকল ভারতীয় হয় চিন্তাশীল , খ) "জ্ঞানী লোক সর্বদাই সম্মানিত" ∴ L.F. A সকল জ্ঞানী লোক হয় সম্মানিত

  - আবার ঐ সমস্ত শব্দগুলি কোনো নঞর্থক বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে , তাহলে সেইবাক্যগুলিকে বিশেষ নঞর্থক তথা 'O' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "প্রতিটি বই প্রয়োজনীয় নয়" ∴ L.F. O কোন কোন বই নয় প্রয়োজনীয় , খ) "সব সাপ বিষধর নয়" ∴ L.F. O কোন কোন সাপ নয় বিষধর।

- ৮) 'নয়' , 'নেই' , 'না' , 'কেউ নয়' , 'কোন নয়' , 'কোনো কিছু নয়' , 'কখনো নয়' , 'কোন ভাবেই নয়' , 'কদাপিই নয়' --- প্রভৃতি শব্দ যদি কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে সেই বাক্যগুলিকে সামান্য নঞর্থক তথা 'E' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "মানুষই কখনোই সুখী নয়" ∴ L.F. E কোন মানুষ নয় সুখী , খ) "সাদা কাক নেই" ∴ L.F. E কোন কাক নয় সাদা রঙের।

- ৯) 'অধিকাংশ' , 'বেশিরভাগ' , 'সাধারণত' , 'অনেক' , 'বেশ কিছু' , 'প্রায়ই' , 'প্রায়শ' , 'প্রায়সমস্ত' , 'কতিপয়' , 'কিছু সংখ্যক' , 'কম সংখ্যক' , 'অল্প সংখ্যক' , 'বহু' , 'কখনো কখনো' , 'সচরাচর' , 'শতকরা' , 'একটি ছাড়া আর সব' --- প্রভৃতি শব্দ যদি কোনো সদর্থক বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে ( কোন নঞর্থক চিহ্ন না থাকে ) তাহলে সেই বাক্যগুলিকে বিশেষ সদর্থক তথা 'I' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "অধিকাংশ ছাত্রই বিনয়ী" ∴ L.F. – I কোন কোন ছাত্র হয় বিনয়ী , খ) "ব্যবসায়ীরা প্রায়ই ধনী হয়" ∴ L.F. – I কোন কোন ব্যবসায়ী হয় ধনী।

  - আবার ঐ সমস্ত শব্দগুলি কোনো নঞর্থক বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে , তাহলে সেইবাক্যগুলিকে বিশেষ নঞর্থক তথা 'O' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "কিছু সংখ্যক ছাত্র বুদ্ধিমান নয়" ∴ L.F. O কোন কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান , খ) "বেশিরভাগ পুস্তকই মূল্যবান নয়" ∴ L.F. O কোন কোন পুস্তক নয় মূল্যবান।

- ১০) 'কদাচিৎ' , 'কচ্চিৎ' , 'খুব কম সংখ্যক' , 'স্বল্প সংখ্যক' , 'বেশ কিছু নয়' , 'এমন কোন নিয়ম নেই' , 'এমন কোন কথা নেই' --- প্রভৃতি শব্দ যদি কোনো সদর্থক বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে ( কোন নঞর্থক চিহ্ন না থাকে ) তাহলে সেই বাক্যগুলিকে বিশেষ নঞর্থক তথা 'O' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "মার্ক্সবাদীরা কদাচিৎ ঈশ্বরবিশ্বাসী" ∴ L.F. O কোন কোন মার্ক্সবাদী নয় ঈশ্বরবিশ্বাসী , খ) "খুব কম সংখ্যক লোক স্বার্থপর" ∴ L.F. O কোন কোন লোক নয় স্বার্থপর।

  - আবার ঐ সমস্ত শব্দগুলি কোনো নঞর্থক বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে , তাহলে সেইবাক্যগুলিকে বিশেষ সদর্থক তথা 'I' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – ক) "মানুষ কদাচিৎ সৎ নয়" ∴ L.F. I কোন কোন মানুষ হয় সৎ , খ) "বেশিরভাগ পুস্তকই মূল্যবান নয়" ∴ L.F. I কোন কোন পুস্তক হয় মূল্যবান।

- ১১) যে সমস্ত বচনে 'কেবল' , 'কেবলমাত্র' , 'একমাত্র' , 'শুধুমাত্র' , 'মাত্র' –এই সমস্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যকে সীমিত করা হয় , সেই বচন বা বাক্যগুলিকে বলে প্রক্ষেপক বা বর্জনমূলক বচন।

  - 'কেবল' , 'কেবলমাত্র' , 'একমাত্র' , 'শুধুমাত্র' , 'মাত্র' –এই সমস্ত শব্দগুলি যদি কোনো সদর্থক বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে ( কোন নঞর্থক চিহ্ন না থাকে ) তাহলে সেই বাক্যগুলিকে দুইভাবে, যেমন সামান্য সদর্থক তথা 'A' এবং সামান্য নঞর্থক তথা 'E' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।
  - A –বচনে রূপান্তরিত করার সময় মূলবাক্যের উদ্দেশ্যটিকে বচনের বিধেয় স্থানে এবং মূলবাক্যের বিধেয়টিকে বচনের উদ্দেশ্য স্থানে বসাতে হবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় –এর স্থান পরিবর্তন করতে হবে।

    যেমন – "কেবলমাত্র ধার্মিকেরাই সুখী" ∴ L.F. A সকল সুখী ব্যাক্তি হয় ধার্মিক।
  - E – বচনে রূপান্তরিত করার সময় মূলবাক্যের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ পদকে বচনের উদ্দেশ্য রূপে এবং বাক্যের বিধেয়টিকে বচনে বিধেয় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন - "কেবলমাত্র ধার্মিকেরাই সুখী" ∴ L.F. E কোন অ-ধার্মিক নয় সুখী।

  - আবার ঐ সমস্ত শব্দগুলি কোনো নঞর্থক বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে , তাহলে সেইবাক্যগুলিকে ব্যতীতিক বচনের নিয়মে রূপান্তরিত করতে হবে।

    যেমন – "একমাত্র নাস্তিকরাই ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়" ∴ L.F. A সকল ব্যক্তি( নাস্তিক ছাড়া ) হয় ঈশ্বরবিশ্বাসী।

- ১২) যে সব বচনে 'ব্যাতিত' , 'ছাড়া' , 'বাদে' , 'একজন ছাড়া' – প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যের বাচ্যার্থের কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় , সেইবচনগুলিকে বলে ব্যতীতিক বচন।

  এই সমস্ত শব্দ যুক্ত বাক্যকে দুইভাবে বচনে রূপান্তরিত করা হয়।

  প্রথমত > যে সব বচনের ক্ষেত্রে যে অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে , সেই টুকু যদি নির্দিষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তাহলে সেই বচনগুলিকে সামান্য সদর্থক তথা 'A' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – "পারদ ছাড়া সব ধাতুই কঠিন" ∴ L.F. A সকল ধাতু( পারদ ছাড়া ) হয় কঠিন।

  দ্বিতীয়ত> আবার যদি যে অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে , সেই টুকু নির্দিষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে তাহলে সেই বচনগুলিকে বিশেষ সদর্থক তথা 'I' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – "একটি ছাড়া সব ধাতুই কঠিন" ∴ L.F. – I কোন কোন ধাতু হয় কঠিন।

  - আবার ঐ সমস্ত শব্দগুলি কোনো নঞর্থক বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে , তাহলে সেইবাক্যগুলিকে বর্জনমূলক বা কেবলমাত্র বচনের নিয়মে রূপান্তরিত করতে হবে।

  যেমন – "পরিশ্রমী ছাড়া আর কেউই সফল হয় না" ∴ L.F. A সকল সফল ব্যক্তি হয় পরিশ্রমী।

➢ ১৩) যে সব বচনে উদ্দেশ্যটি নামবাচক বা বিশিষ্টপদ হয়ে থাকে তাদের বলা হয় বিশিষ্ট বচন। এই জাতীয় বচনে উদ্দেশ্যটি যদি নির্দিষ্ট বিশেষ পদ বা অর্থযুক্ত বিশেষ পদ হয়, তাহলে বচনটিকে সামান্য বচনে অর্থাৎ 'A' অথবা 'E' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

যেমন – ক)"প্লেটো একজন গ্রীক দার্শনিক" ∴ L.F. A প্লেটো হন একজন গ্রীক দার্শনিক।খ) "হরি খেলে না" ∴ L.F. E হরি নয় এমন যে খেলে।

❖ আবার এই জাতীয় বচনে উদ্দেশ্যটি যদি অনির্দিষ্ট বিশেষ পদ হয় তাহলে সেই বচনটিকে বিশেষ বচনে অর্থাৎ 'I' অথবা 'O' বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

যেমন – ক) "একজন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন" ∴ L.F. – I কোন কোন গ্রীক হন এমন ব্যক্তি যিনি দার্শনিক ছিলেন, খ) "একজন মানুষ ভীরু নয়" ∴ L.F. O কোন কোন মানুষ নয় ভীরু।

➢ প্রশ্নসূচক, আদেশসূচক, ইচ্ছাসূচক, প্রার্থনাসূচক প্রভৃতি বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করার সময় সেই সব বাক্যের উত্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যগুলিকে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

যেমন – ক) প্রশ্নসূচক > "কে না সুখ চায়" ? ∴ L.F. A সকল ব্যক্তি হয় এমন যারা সুখ চায়।

খ) আদেশসূচক > "কাজটি করো"। ∴ L.F. A তোমার কাজ করা হয় আমার আদেশ।

গ) ইচ্ছাসূচক > "তুমি সুখী হও"। ∴ L.F. A তোমার সুখ হয় আমার ইচ্ছা। বা তুমি সুখী হও ইহাই আমার ইচ্ছা।

ঘ) প্রার্থনাসূচক > "ভগবান তোমার মঙ্গল করুক"। ∴ L.F. A ভগবান তোমার মঙ্গল করুক হয় আমার প্রার্থনা।

## ➢ পদের ব্যাপ্যতা

➢ পদের ব্যাপ্যতা বলতে কি বোঝ ?

কোনো পদ যখন সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত সমগ্র বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায় অর্থাৎ তার সম্পূর্ন ব্যক্তার্থ বা বাচ্যার্থকে বোঝায় তখন সেই পদটি ব্যাপ্য হয়। আর কোনো পদ যখন সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যক্তির একাংশকে বোঝায় অর্থাৎ তার আংশিক ব্যক্তার্থ বা বাচ্যার্থকে বোঝায় তখন সেই পদটি অব্যাপ্য হয়।

যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল"। এখানে উদ্দেশ্যপদ 'মানুষ' ব্যাপ্য, কেননা এখানে 'মানুষ' পদটির সম্পূর্ন ব্যক্তার্থকে বোঝানো হয়েছে। আর বিধেয়পদ 'মরণশীল' অব্যাপ্য, কেননা এখানে 'মরণশীল' পদটির আংশিক ব্যক্তার্থকে বোঝানো হয়েছে।

➢ একটি বচনের কখন একটি পদকে ব্যাপ্য বলা হয় ?

কোনো পদ যখন সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত সমগ্র বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায় অর্থাৎ তার সম্পূর্ন ব্যক্তার্থ বা বাচ্যার্থকে বোঝায় তখন সেই পদটি ব্যাপ্য হয়। যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল"। এখানে উদ্দেশ্যপদ 'মানুষ' ব্যাপ্য, কেননা এখানে 'মানুষ' পদটির সম্পূর্ন ব্যক্তার্থকে বোঝানো হয়েছে।

➢ একটি বচনের কখন একটি পদকে অব্যাপ্য বলা হয় ?

কোনো পদ যখন সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যক্তির একাংশকে বোঝায় অর্থাৎ তার আংশিক ব্যক্তার্থ বা বাচ্যার্থকে বোঝায় তখন সেই পদটি ব্যাপ্য হয়। যেমন – "সকল মানুষ হয় মরণশীল"। বিধেয়পদ 'মরণশীল' অব্যাপ্য, কেননা এখানে 'মরণশীল' পদটির আংশিক ব্যক্তার্থকে বোঝানো হয়েছে।

➢ নিরপেক্ষ বচনে কোন কোন পদ ব্যাপ্য তা উদাহরণসহ বলো ?

A, E, I O – এই চার প্রকার নিরপেক্ষ বচনের কোন কোন পদ ব্যাপ্য বা কোন কোন পদ অব্যাপ্য – তা নিম্নে আলোচনা করলাম –

১) "সকল মানুষ হয় মরণশীল" – এটি একটি সামান্য সদর্থক তথা A বচন। A বচনের উদ্দেশ্য তথা 'মানুষ' ব্যাপ্য এবং বিধেয় তথা 'মরণশীল' অব্যাপ্য। কেননা এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটির সমগ্র ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু বিধেয় 'মরণশীল' পদটির সমগ্র ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়নি। কারণ 'মরণশীল জীব' বলতে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীব যেমন – গরু, কুকুর, ছাগল প্রভৃতিকে বোঝায়। বস্তুত এখানে মানুষ হল সমগ্র মরণশীল শ্রেণির বা জীবের একটি বিশেষ অংশ। তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে – A বচনের উদ্দেশ্য ব্যাপ্য ও বিধেয় অব্যাপ্য।

২) "কোন মানুষ নয় চতুস্পদি" - এটি একটি সামান্য নঞর্থক তথা E বচন। E বচনের উদ্দেশ্য তথা 'মানুষ' ব্যাপ্য এবং বিধেয় তথা 'চতুস্পদি' ও ব্যাপ্য। কেননা এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটির সমগ্র ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। আবার বিধেয় 'চতুস্পদি' পদটির দ্বারাও সমগ্র ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বচনটির অর্থ হল সমগ্র মানুষ শ্রেণির মধ্যে একটিও চতুস্পদি জীব নেই। আবার সমগ্র চতুস্পদি জীব শ্রেণীর মধ্যেও একটি মানুষ নেই। অর্থাৎ এখানে একটি সমগ্র শ্রেণীকে অপর একটি সমগ্র শ্রেণী থেকে সম্পূর্ন রূপে বহির্ভূত করা হয়েছে।তাই বলা যায় E বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই পদই ব্যাপ্য।

৩) "কোন কোন ফুল হয় লাল" – এটি একটি বিশেষ সদর্থক তথা I বচন।। বচনের উদ্দেশ্য পদ 'ফুল' অব্যাপ্য, কেননা এখানে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদটির আংশিক ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। আবার বিধেয় পদ 'লাল' ও অব্যাপ্য, কেননা 'লাল' পদটির দ্বারা আংশিক ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত বচনটির অর্থ হল কয়েকটি ফুল হয় সমগ্র লালবস্তুর একাংশ। কাজেই বলা যায় যে। বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য।

৪) "কোন কোন ছাত্র নয় সৎ" - এটি একটি বিশেষ নঞর্থক তথা O বচন। O বচনের উদ্দেশ্য পদ 'ছাত্র' অব্যাপ্য, কেননা এখানে উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদটির আংশিক ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু বিধেয় পদ 'সৎ' ব্যাপ্য, কেননা 'সৎ' পদটির দ্বারা সামগ্রিক ব্যক্তার্থকে গ্রহন করা হয়েছে। এখানে সমগ্র সৎ শ্রেণিকেই কয়েকটি ছাত্র থেকে বহির্ভুত করা হয়েছে। উক্ত বচনটির অর্থ হল সমগ্র সৎ শ্রেণির মধ্যে কয়েকটি ছাত্রও নেই। কাজেই বলা যায় যে O বচনের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

## পদের ব্যাপ্যতা

| বচন | উদ্দেশ্য পদ | বিধেয় পদ | (√ = ব্যাপ্য, X = অব্যাপ্য ) | |
|---|---|---|---|---|
| A বচন | ব্যাপ্য | অব্যাপ্য | √ | X |
| E বচন | ব্যাপ্য | ব্যাপ্য | √ | √ |
| I বচন | অব্যাপ্য | অব্যাপ্য | X | X |
| O বচন | অব্যাপ্য | ব্যাপ্য | X | √ |
| | | | ( সংকেত –এর সাহায্যে ) | |

➢ ব্যাপ্যতা > ASEBINOP –